

ছবি ও গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ কালঃ ১৮৮৪

Published by

porua.org

সূচী

<u>কে</u>	<u>১</u>
<u>সুখ স্বপ্ন</u>	<u>২</u>
<u>জাগ্রত স্বপ্ন</u>	<u>৪</u>
<u>দোলা</u>	<u>৭</u>
<u>একাকিনী</u>	<u>৯</u>
<u>গ্রামে</u>	<u>১১</u>
<u>আদরিণী</u>	<u>১৩</u>
<u>খেলা</u>	<u>১৫</u>
<u>ঘম</u>	<u>১৭</u>
<u>বিদায়</u>	<u>১৯</u>
<u>বিরহ</u>	<u>২১</u>
<u>সুখের স্মৃতি</u>	<u>২২</u>
<u>যোগী</u>	<u>২৪</u>
<u>পাগল</u>	<u>২৬</u>
<u>মাতাল</u>	<u>২৯</u>
<u>বাদল</u>	<u>৩১</u>
<u>আত্মস্বর</u>	<u>৩২</u>

স্মৃতি-প্রতিমা ৩৫

আবছায়া ৩৮

আচ্ছন্ন ৪০

স্নেহময়ী ৪৩

বাহুর প্রেম ৪৫

মধ্যাহ্নে ৫১

পূর্ণিমা ৫৫

পোড়ো বাড়ি ৫৮

অভিমানিনী ৬০

নিশীথ জগৎ ৬১

নিশীথ-চেতনা ৬৯

কে?

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মত।
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
 কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
 কুসুম বনেতে।

সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
 চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
 যেখন দিয়ে হেসে গেছে,
 হাসি তার রেখে গেছে রে,
 মনে হল আঁখির কোণে
 আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
 ভাবতেছি তাই একলা ব'সে।

সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল।
 ঘুমের ঘোর।
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
 ফুলের ডোয়।
সে কুসুম বনের উপর দিয়ে
 কি কথা যে বলে গেল,
 ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে।
 সঙ্গে তারি চলে গেল।
 হৃদয় আমার আকুল হল,
 নয়ন আমার মুদে এল,
 কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে।

সুখ স্বপ্ন

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
সে যে ডুলে গেছে মালা গাঁথা।

শুধু বুরু বুরু বায়ু বহে যায়
তার কানে কানে কি যে কহে যায়,
তাই অধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
কত ভারিতেছি আনমনে।
উড়ে উড়ে যায় চুল,
কোথা উড়ে উড়ে পড়ে ফুল
বুরু বুরু কঁপে গাছপালা
সমুখের উপবনে।
অধরের কোণে হাসিটি
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধ-মুকুলিত আঁখিয়া।
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল।
ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

জাগৰত স্বপ্ন

আজ একেলা বসিয়া, আকাশে চাহিয়া,
কি সাধ যেতেছে, মন!
বেলা চলে যায়—আছিহু কোথায়?
কোন্ স্বপনেতে নিমগন?
বসন্ত বাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদুবাস।

যেন সুদূর নন্দন-কানন-বাসিনী
সুখ-ঘুম-ঘোরে মধুর-হাসিনী,
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
ভেসে ভেসে বহে যায়,
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়।
বিস্মরণ-মোহে আঁধারে আলোকে
মনে পড়ে যেন তায়,
স্মৃতি-আশামাখা মৃদু সুখে দুখে
পুলকিয়া উঠে কায়।
ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে,
সুদূর আকাশ তলে,
আন্মনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সংযুর কলকলে।

গহন বনের কোথা হতে শূনি
বাঁশির স্বর আভাস,
বনের হৃদয় বাজাইছে যেন
মরমের অভিলাষ।
বিভোর হৃদয়ে বুঝিতে পারিনে
কে গায় কিসের গান,
অজানা ফুলের সুরভি মাখান'
স্বরসুধা করি পান।

যেনরে কোথায় তরুর ছায়ায়

বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুম-শয়নে আধেক মগনা,
বাকল বসনে অধেক নগনা,
সুখ দুখ গান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা।
ছায়ায় আলোকে, নিঝরের ধারে,
কোথা কোন্ গুপ্ত গুহার মাঝারে,
যেন হেথা হেথা কে কোথায় আছে
এখনি দেখিতে পাব,
যেনরে তাদের চরণের কাছে
বীণা লয়ে গান গাব।
শুনে শুনে তারা আনত নয়নে
হাসিবে মুচুকি হাসি,

সরমের আভা অধরে কপোল
বেড়াইবে ভাসি ভাসি।
মাথায় বাঁধিয়া ফুলের মালা
বেড়াইব বনে মনে।
উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে ল'য়ে বাঁশি, মুখে ল'য়ে হাসি,
ভ্রমিতেছি আনমনে।
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের পরে ফেলিব চরণ,
যৌবন মাধুরী ভরে।—
চারিদিকে মোর মাধুরী মালতী
সৌরভে আকুল করে।
কেহ কি আমারে চাহিবে না?
কাছে এসে গান গাহিবে না?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
কবে না প্রাণের আশা?
চাঁদের আলোতে, বসন্ত বাতাসে,
কুসুম কাননে বাঁধি বাহুপাশে
সরমে সোহাগে মৃদু মধু হাসে
জানাবে না ভালবাসা?

আমার যৌবন-কুসুম-কাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না?
আমার প্রাণের লতিকা বাঁধন
চরণে তাহার জড়াবে না ?
আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া
কেহ পরিবে না গলে ?
তাই ভাবিতেছি আপনার মনে
বসিয়া তরুর তলে।

দোলা

ঝিকিঝিকি বেলা;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।
দুটিতে দোলার পরে দোলেবে,
দেখে রবির আঁখি ডোলবে।

গাছের ছায়া চারিদিকে আঁধার করে রেখেছে
লতাগুলি আঁচল দিয়ে ঢেকেছে।
ফুল ধীরে ধীরে মাথায় পড়ে,
পায়ে পড়ে, গায়ে পড়ে,
থেকে থেকে বাতাসেতে বুরু বুরু পাতা নড়ে।
নিরালা সকল ঠাই,
কোথাও সাড়া নাই,
শুধু নদীটি বহে যায় বনের ছায়া দিয়ে,
বাতাস ছুঁয়ে যায় তারে শিহরিয়ে

দুটিতে ব'সে বসে দোলে
বেলা কোথায় গেল চলে।
পাখীরা এল ঘরে,
কত যে গান করে,
দুটিতে ব'সে ব'সে দোলে।
হের, সুধামুখী মেয়ে।
কি চাওয়া আছে চেয়ে
মুখানি খুয়ে তার বুকে।
কি মায়া মাখা চাঁদমুখে।

হাতে তার কাঁকন দুগাছি,
কানেতে দুলিছে তার দুল,
হাসি-হাসি মুখখানি তার
ফুটেছে সারের জুঁই ফুল।
গলেতে বাহু বেঁধে
দুজনে কাছাকাছি,
দুলিছে এলোচুল
দুলিছে মালাগাছি।
আঁধার ঘনাইল,

পাখীরা ঘুমাইল,
সোনার রবি-আলো আকাশে মিলাইল।
মেঘেরা কোথা গেল চলে,
দুজনে ব'সে ব'সে দোলে।

ঘেসে আসে বুকে বুকে,
মিলায়ে মুখে মুখে।
বাহুতে বাঁধি বাহুপাশ,
সুধীরে বহিতেছে শ্বাস।
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
আকাশেতে চেয়ে দেখে,
গাছের আড়ালে দুটি তারা।
প্রাণ কোথা উড়ে যায়,
সেই তারা পানে ধায়,
আকাশের মাঝে হয় হারা।
পৃথিবী ছাড়িয়া যেন তা'রা
দুটিতে হয়েছে দুটি তারা।